

## আত্মর শুদ্ধি

### বেহেস্তের চাবিকাঠি

আল্লাহতাআলাই নূর, শান্তি, সুখ এবং আনন্দের একমাত্র মালিক। তাঁরই কাছে দোওয়া প্রার্থনা কর যেন তিনি আমাদের হৃদয়ে, পরিবেশে, এবং এই বস্তুজগতে এই গুলিকে স্থাপন করেন। এ বিষয়ে স্থির হতে হবে যে, আমাদের জাগতিক সন্তুষ্টি (খাদ্য, বিলাস, এবং আলস্য) ইত্যাদি, দুর্গুন গুলি যেন আমাদের শরীর, মন ও হৃদয়কে গ্রাস না করে ফেলে। যদি দেখ, নানাবিধ অতুষ্টি (নাগাওয়ারি) এবং পরীক্ষা (আজমাইশ) তোমাকে ঘিরে ফেলেছে, তাহলে ধৈর্যের সাথে কারন অনুসন্ধান কর যে আমাকে ঐরূপ অতুষ্টি কেন গ্রাস করছে? আমি কি কোন গুনাহ বা ভুল করেছি? তোমার চিন্তা, কথাবার্তা, আর কাজকর্মের উপর সজাগ দৃষ্টি রাখ, আল্লাহতাআলার নির্দেশ তো কোন মতে লংঘন করা চলবে না। আল্লাহপাকের নির্দেশ, হুজুর (সাঃ) এর সুন্নাহের অনুধাবনই আল্লাহতাআলার সন্তুষ্টি লাভের একমাত্র চাবিকাঠি। পার্থিব দুঃখ-দুর্দশার মুখোমুখি হলেই মানুষ ধৈর্যহারা হয়ে দিশাহারা হওয়ার কোন যুক্তি নেই, যাতে আরেকটি ভুল ঘটে যায়। বরং ঠান্ডা মাথায় নিজ দায়িত্ব পালন, অন্যের অধিকার, মর্যাদা দান এবং মনিমুক্তাসম সংকর্ম দ্বারাই পূন্য সংগ্রহ করাই আখেরাতের (পরকালের) পাথেয়। অপূর্ণ জ্ঞানের দ্বারা আহরিত শান্তি মহীরুহ হয়ে দাঁড়াতে পারে পরকালের, স্বাস্থ্যের, আত্মসামাজিকতার, পেশার, পারস্পরিক সম্পর্কের এবং শিশুদের চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে। আবার এগুলি ঘটে দুর্বল অভ্যাস, মূল উদ্দেশ্য থেকে বিচ্যুত, লক্ষ্য এবং দাওয়াতের কাজে আত্মদানের যোগ্যতার অভাব থেকে। কারন দাওয়াতের কাজ এমনই কাজ যাতে আল্লাহতাআলার সাহায্য বা নুসরত বা সাহায্যপ্রাপ্ত হলেই স্বাভাবিক ভাবে তাঁর গোপন আস্তানা তথা তার উপর ঈমান, তাঁর রসূল (সাঃ) এর উপর একীন ইত্যাদি শক্তিশালী হয়। এটাই একমাত্র যে লক্ষ লক্ষ মানুষ আল্লাহতাআলার পথে সময় বিসর্জন দেওয়াতে গার্হস্থ্য সুখ অনুভব করেছে। আকাংখার পিছনে দৌড়িও না কারন তা থেমে থাকে না। অবশ্য জাগতিক প্রয়োজন মেটানো কোন দোষ নয়। উচিত সঠিক নীতির অনুসরণ করা এবং নিজের কর্তব্যবোধ ও দায়িত্ববোধকে সদি জাগ্রত রাখা। সবচেয়ে যা বেশি প্রয়োজন তা হচ্ছে নিজের সিমাবদ্ধতার জ্ঞান সঠিক ভাবে যেন থাকে।

আমরা মানুষ হিসেবে দুর্বল হতে পারি কিন্তু আমাদের ইমান, একীন এবং তাওয়াক্কুল (আল্লাহর প্রতি পূর্ণআস্থা) আমাদের সর্বময় মূলধন। এই তিন মহাশক্তির দ্বারা তুমি সেই ক্ষমতা যা তোমাকে ‘নাফস’ (রিপু) বা স্বাধীন প্রবৃত্তি থেকে বিরত রাখে এবং আল্লাহ ও তার রসূলের (সাঃ) নির্দেশ পালনে তথা দাওয়াতের কাজে উদ্বুদ্ধ করে। নাফস বা রিপুর তাড়না এবং আল্লাহতাআলার তথা তার রসূলের (সাঃ) নির্দেশিত হেদায়াতের মধ্যে বৈরিতা আছে। তাই সহিষ্ণুতা অবলম্বন কর; কিছু কষ্ট স্বীকার কর; কিছু সুখভোগকে বিসর্জন দাও; এবং এই বস্তুজগতের মায়া কিছুটা ত্যাগ কর কিন্তু কোন মূল্যে আল্লাহতাআলার নির্দেশের বিরুদ্ধাচারন কোরনা। যদি আল্লাহপাকের নির্দেশ নিষ্ঠার সাথে পালিত হয় তাহলে দেখবে যে প্রতিদানে তার অফুরন্ত নেয়ামত তোমার উপর বর্ষিত হচ্ছে; তোমার শুদ্ধিকরনের জন্য। এই বস্তুজগতেই তুমি প্রাপ্ত হবে শান্তি, সুখ, আনন্দ বেষ্টিত তাঁর রেজামন্দি (সন্তুষ্টি) আর তুমি অনুভব করবে বেহেস্তের স্বাদ। শুধু তাই নয় যদি তার প্রকৃত সন্তুষ্টি আরোহন করা যায় তাহলে এই বস্তুজগত পরিত্যাগের পর অর্থাৎ মৃত্যুর পরোও তাঁর প্রতিদান স্বরূপ সর্বশ্রেষ্ঠ বেহেস্তও প্রাপ্ত হবে। সেটাই তো কাম্য সফলতা। অতএব কোনও পরিস্থিতিতে হুজুর (সাঃ) এর সুন্নাহ (প্রদর্শিত পথ) কে অদেখা বা অবহেলা কোরনা।

সর্বপ্রথমে তোমার ‘খাহিশ (নাফস)’ বা ইচ্ছাশক্তিকে প্রশিক্ষণ যাতে তা নেতিবাচক বা অপরাধমূলক কোন কাজের প্রতি তোমাকে প্ররচিত না করে বরং আল্লাহতাআলার নির্দেশ পালনে রসূলে করীম (সাঃ) এর প্রদর্শিত পথে চলতে তোমাকে উদ্বুদ্ধ করে। তুমি যা কিছু করনা কেন, তোমার মনের ও ধ্যানধারণার কোষগুলিতে আল্লাহপাকের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্য যেন পালিত হয়। প্রয়োজন হল - তোমার অন্তরকে বার বার কলুষ মুক্ত করা বস্তুজগতের সকল অপবিত্র চাহিদা, প্রভাব এবং অসৎ চিন্তা ধারা থেকে। এই অধ্যাবসায় শক্তিশালী হবে “ঈমান, একীন” আল্লাহ ভীত যার ইফ্কান হল অতিমাত্রায় আল্লাহতাআলা জিকর, দোওয়া এবং এসতেগফার (তওবা)। আমাদের স্বত্বকে ভেবে নিতে হবে ‘পাপী’; সারা জীবন আমরা পাপে নিমজ্জিত। অতএব আল্লাহতাআলার সামনে সমস্ত পাপ স্বরন করে ক্রন্দনরত অবস্থায় মাগফেরত বা ক্ষমা ভিক্ষা করতে হবে। এই প্রক্রিয়ায়, ইনশাআল্লাহ আল্লাহতাআলা আমাদের অন্তর কোমল হবে। আর সবচেয়ে যা বেশি প্রয়োজন তা হল - আমাদের নিজের কর্ম জঙ্কে লাগামে বাঁধতে হবে। লাগামহীন জীবনযাত্রা পরিহার করতে হবে। নিজের মূল্যবোধে মাত্রা জানতে হবে। অন্যের সামনে বিবিধ পরিস্থিতিতে মূল্যবোধের মাত্রার উপর কড়া নজর রাখতে হবে। কথা ও কাজে যেন বেপরোআপনা প্রশয় না পায়। কারন আল্লাহপাকের নিহিত ইচ্ছা প্রকাশের একমাত্র মাধ্যম হলো আমাদের কথা ও কাজ। এই দুই দ্বারা প্রকাশ পাবে আমাদের ভাল ও মন্দের স্বরূপ।

আল্লাহপাকের সৃষ্টির প্রতি যদি তুমি সদয় হও তাহলে আল্লাহপাকও তার করুণার ছায়ায় তোমাকে আশ্রয় দেবেন। তাই হুজুর (সাঃ) এর মানুষের অনুধাবনের মাধ্যমে তুমি নিজেকে নিয়ন্ত্রন কর। যেমনকি রেসের ঘোড়ার গতি নিয়ন্ত্রন করে তার আরোহী ‘জকি’। তাতেই আল্লাহপাকের সন্তুষ্টি সাধিত হবে। আমরা যদি নিজের এই ভাবে নিয়ন্ত্রন করি তাহলে আমাদের মধ্যে থেকে সকল প্রকার পাশবিক দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা ও কুপ্রকৃতি নির্মূল হবে। শয়তানের ফাঁদ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখার একমাত্র পথ হল সংসঙ্গ গ্রহন করা - সেই সঙ্গ যেন হয় সঠিক জ্ঞানী ও অভিজ্ঞজনের। দেখা গেছে বহু শিক্ষিত হোমড়া চোমড়া ব্যক্তি ইচ্ছাশক্তির গোলাম হয়ে সঠিক মাশওয়ারা বা পথপ্রদর্শকের অভাবে শয়তানের জালে বন্দী হয়েছে। সাতটি গুণের নিয়মিত অনুশীলনের দ্বারা আমরা নাফসের (রিপু) কবল থেকে নিজেরকে মুক্ত রাখতে পারি। এই সাতটি গুণকে আমাদের ‘মেমরী বস্ত্রে’ সুরক্ষিত রাখতে হবে। সেগুলি হল - ১) উপস্থিত বিষয়ের (ভাল মন্দের) সম্যক জ্ঞান, ২) সঠিক বোধশক্তি, ৩) নিষ্ঠা ৪) আত্মবলিদানের ইচ্ছা, ৫) উৎফুল্লতা, ৬) দৃঢ়তা, ৭) সিদ্ধান্তে অটলতা। মনে রাখতে হবে যে নাফসের হাফছানি খুবই প্রবল এবং সে জানে কেমন করে ঐষ্ট করতে হয়। নাফস বা শয়তানের লক্ষ্য মানুষের সাতটি দুর্বল অভ্যাসের প্রতি। সেগুলি হল ১) দূরদর্শিতা, ২) চিন্তাধারা, ৩) সমন্বয়তা, ৪) প্রতিটি কার্যে ক্ষিপ্ততা, ৫) বিস্মৃত হওয়া, ৬) একনিষ্ঠতা এবং ৭) প্রাধান্যদান। যদি অন্তরকে ঈমান, একীন এবং তাওয়াক্কুল দ্বারা অলঙ্কিত করা, তাহলে দূরদর্শিতা ও চিন্তাধারা শক্তিশালী হবে এবং রিপুর চাহিদা (খাহিশ) দামিত হবে। অতএব এ সাতটি গুণকে কঠোরতার সাথে রক্ষা কর তাহলে নাফস ও শয়তানের ফাঁদ থেকে মুক্ত থাকতে পারবে।

আল্লাহতাআলার জিকর এবং সুন্নাহ এর অনুধাবন এমন ভাবে অন্তরে বসিয়ে নাও যাতে গোনাহ বা পাপ চিন্তাধারা মনকে দৌদুল্যমান না করতে পারে এবং তার দ্বারা অন্তরে দৃঢ়তার সৃষ্টি হবে কারন অন্তরের হেলদোল মনের শুদ্ধতা নষ্ট করে।

মনে রাখা দরকার আল্লাহপাক তোমাকে দেখছেন এবং তিনিই একমাত্র বিচারক। আল্লাহপাক যা চান তাই ঘটে - এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। আমরা খুবই দুর্বল তাই তার আশ্রয়, তার সাহায্য ছাড়া আমাদের কোন গতান্তর নেই। আমরা আমাদের অন্তরকে তাঁর নূর এবং শান্তির ছায়ায় আস্তানা পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করি।